ধর্মীয়, রাজনৈতিক সমাবেশেই সংক্রমণ ভারতে, বলল হু

নয়া বিতর্ক

জেনেভা, ১৩ মে : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কুপোকাত ভারত। প্রতিদিনই সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রামিত হয়েছেন ৩,৬২,৭২৭ জন। টানা দু'দিন দৈনিক মৃত্যু ৪ হাজারের ওপর। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,১২০ জনের। মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২,৫৮,৩১৭। হঠাৎ করে ভারতে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণ খুঁজে পেয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)।

ভারতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের জন্য হু কাঠগড়ায় তুলল মূলত রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সমাবেশগুলিকে। সংস্থার তরফে প্রকাশিত সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ভারতে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের জেরে এতটা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পিছনে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমাবেশের বড় ভূমিকা রয়েছে।'

হু'র বক্তব্য, ২০২০ সালের অক্টোবরে প্রথম ভারতে করোনা ভাইরাসের বি.১.৬১৭ প্রজাতির সন্ধান মিলেছিল। এরপর দ্রুত তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসের জিনের দু'দফা রূপ বদলের জন্য বি.১.৬১৭ প্রজাতিকে ডবল মিউট্যান্ট হিসাবে চিহ্নিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই প্রজাতির ভাইরাস আগেরগুলির চেয়ে অনেক বেশি সংক্রামক বলে জানা গিয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমাবেশ। বড় জমায়েতের ফলে ভাইরাসের নতুন প্রজাতি আরও বেশি ছড়ানোর সুযোগ পেয়েছে বলে মনে করেন হু'র বিশেষজ্ঞরা।

এর আগে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা দ্য ল্যানসেটও ভারতে ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতির জন্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমাবেশগুলিকে দায়ী করেছিল। তারা বলেছিল, বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বড় বড় জমায়েতের ফলেই ভারতে সংক্রমণ পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এই সমাবেশগুলি সুপারস্প্রেডারের কাজ করেছে বলেও জানিয়েছিল দ্য ল্যানসেট। এর জন্য সরাসরি সমালোচনা করা হয়েছিল নরেন্দ্র মোদি সরকারের।

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কেও নানা সমালোচনা শুরু হয়েছে। করোনা ভাইরাস নিয়ে ঠিক সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সকলকে সতর্ক করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। চিন থেকে অন্যান্য দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছিল ২০১৯ সালের ডিসেম্বর নাগাদ। তখন থেকেই একের পর এক নির্দেশিকা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সেই সময় প্রকাশ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন সরকার ছাড়া আর কেউ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিরোধিতা করেনি। বরং হু'র বিজ্ঞানীদের তৎপরতা অনেকের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এতদিন বাদে করোনা মোকাবিলায় হু'র ব্যর্থতাকে তুলে ধরে সমালোচনা করেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যানেল ফর প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি বিশেষজ্ঞদের এই প্যানেলের দাবি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একাধিক ভুল সিদ্ধান্তের জেরেই করোনা মহামারি এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি তারা। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় হু সিদ্ধান্ত নিতে এবং অন্যদের সতর্ক করতে দেরি করেছে বলে জানিয়েছেন প্যানেলের বিশেষজ্ঞরা।

করোনা তথ্য

২৪ ঘণ্টায় সংক্রামিত	৩,৬২,৭২৭
মোট সংক্রামিত	২,৩৭,০৩,৬৬৫
মোট অ্যাক্টিভ পজিটিভ	৩৭,১০,৫২৫
২৪ ঘণ্টায় সুস্থ	৩,৫২,১৮১
মোট সুস্থ	১,৯৭,৩৪,৮২৩
২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু	৪,১২০
মোট মৃত্যু	২,৫৮,৩১৭

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : টিকা উৎপাদনের লাইসেন্স দেওয়া নিয়েও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ উঠল। প্রশ্ন উঠেছে, তুমুল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কেন টিকার উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করেনি।

কেন্দ্রীয় সরকার গতবছর অক্টোবর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে জোট বেঁধে উন্নয়নশীল দেশগুলি যাতে দ্রুত করোনার টিকা পায় সেইজন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও)-কাছে নিয়মে কিছু ছাড়ের আবেদন করেছিল। ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস এগ্রিমেন্ট (ট্রিপস চুক্তি)-এ কিছু ছাড়ের আবেদন জানিয়েছিল ভারত। দেশের অন্দরে কোভ্যাকসিনের প্রযুক্তি হস্তান্তরের দাবি উঠলেও ৬ মাসের বেশি সময় ধরে তাতে কোনও আমল দেয়নি মোদি সরকার। পরিস্থিতি শোচনীয় হওয়ার পর গত এপ্রিল মাসে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে কোভ্যাকসিন তৈরির প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য বাছা হয়েছে। সিরাম ইনস্টিটিউট যেহেতু আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের পথে হেঁটে কোভিশিল্ড তৈরি করছে সেহেতু তারা বাধ্যতামূলকভাবে লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছে। টিকা উৎপাদনের জন্য যোগ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে কেন করোনার টিকা প্রস্তুত করার কাজে শামিল করা হচ্ছে না তা নিয়ে বারবার অভিযোগ উঠেছে। শেষমেশ এপ্রিলের গোড়ায় মহারাষ্ট্র সরকারের সংস্থা হ্যাফকিন কর্পোরেশন, ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেড এবং কেন্দ্রের বায়োটেকনোলজি বিভাগের ভারত ইমিউনোলজিক্যালস অ্যান্ড বায়োলজিক্যালসকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে কংগ্রেস নেতা গৌরব ভাল্লার মন্তব্য, 'যখন সারা বিশ্ব টিকা কিনতে ব্যস্ত ছিল তখন আমাদের সরকার হাততালি দিতে বলেছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা নাকি করোনাকে হারিয়ে দিয়েছি। আমরা একাধিক সুযোগ হারিয়েছি। আমরা যদি এখন টিকা উৎপাদন বাড়িয়েও তুলি তবুও তার ফল মিলতে দেরি রয়েছে। তাই প্রতিদিন গঙ্গায় লাশ ভাসতে দেখছি।'

'কাজ নেই, টাকা নেই, কীভাবে বাঁচবে ওরা'

পরিযায়ীদের নিয়ে উদ্বেগ সুপ্রিম কোর্টের

তাঁদের যন্ত্রণার শেষ নেই। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কেন্দ্রকে সতর্ক করল সর্বোচ্চ আদালত। – ফাইলচিত্র

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামলাতে জেরবার দশা কেন্দ্রের। সংক্রমণ রুখতে বিভিন্ন রাজ্যে লকডাউন, আধা লকডাউন, নৈশ কার্ফিউ সহ নানা বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনজীবিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ আদালত। কড়া বিধিনিষেধের জালে আটকে করোনা সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কাজ হারিয়ে অনাহারে থেকে, ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ গিয়েছিল বহু শ্রমিকের। সেই পরিস্থিতি যাতে আবার তৈরি না হয়, তা নিয়ে এদিন উদ্বেগপ্রকাশের পাশাপাশি কেন্দ্রকে সতর্কও করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

করোনাকালে পরিযায়ী শ্রমিকদের যে অবর্ণনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তা বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছে বিচারপতি অশোক ভূষণ ও বিচারপতি এম আর শাহের বেঞ্চ। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নেওয়া কর্মসূচির বিষয়েও জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত। বেঞ্চের প্রশ্ন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে কাজ নেই, টাকা নেই। এই অবস্থায় তাঁদের কীভাবে চলবে? কীভাবে বেঁচে বর্তে থাকবেন তাঁরা?'

পরিযায়ী শ্রমিকদের খাদ্য, র‍্যাশন, নগদ অর্থ দেওয়া ও যাতায়াতের সুষ্ঠুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের মাধ্যমে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার ওই মন্তব্য করেন বিচারপতিরা।

সমাজকর্মী অঞ্জলি ভরদ্বাজ, হর্ষ মন্দার ও জগদীপ ছোকরের দায়ের করা আবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর লকডাউনের মাসগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকরা আতঙ্ক ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিলেন। এইরকম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েও বহুজনকে চূড়ান্ত পুলিশি নিপীড়নের শিকার হতে হয়। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ বেলাগাম হওয়ার পর নানা রাজ্যে লকডাউন শুরু হয়েছে। আংশিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ফলে আবারও সেই বিভীষিকার দিনগুলি ফিরে এসেছে। এই কারণে পরিযায়ী শ্রমিকরা আতঙ্কিত। এর একটা সুরাহা হওয়া উচিত। আবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের পরিস্থিতি থেকে প্রশাসন শিক্ষা নেয়নি। তাদের সহানুভূতিরও অভাব রয়েছে। র‍্যাশন কার্ড ছাড়া খাদ্য সুরক্ষা কর্মসূচির সুযোগ নিতে পারেন না কোনও গরিব নাগরিক। গত বার র‍্যাশন কার্ড নেই এমন ৮ কোটি পরিযায়ী শ্রমিককে 'আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প'-এর আওতায় র‍্যাশন হিসাবে শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পটি ফের চালু করার জন্য যাতে কেন্দ্রকে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, সেই আর্জিও জানানো হয়েছে।

সব শুনে দুই বিচারপতির বেঞ্চ সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতাকে এদিন বলেন, 'কাজ নেই, টাকা নেই, কীভাবে বাঁচবে শ্রমিকরা? অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও শ্রমিকদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।' মেহতার জবাবে অবশ্য আশার কথা শোনা যায়নি। বরং তিনি জানিয়েছেন গতবারের চেয়ে এবারের পরিস্থিতি বেশ আলাদা। গত বছর সব কিছু বন্ধ ছিল। এবার পুরো লকডাউন কোথাও হচ্ছে না। কাজকর্ম যতটা সম্ভব চালু রেখে সংক্রমণ রুখতে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। এবার আর তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ হারিয়ে বাড়ি ফেরার মতো ঘটনা ঘটছে না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রাথমিক সমস্যা মেটাতে কেবল কেন্দ্র নয়, রাজ্যগুলিরও দায়িত্ব আছে। রাজ্যগুলিকেও এ ব্যাপারে তৎপর হতে হবে।

চিকিৎসকদের গণইস্তফা উত্তরপ্রদেশে

লখনউ, ১৩ মে : উত্তরপ্রদেশের করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। তার মধ্যে এবার চিকিৎসকদের গণইস্তফার ঘটনায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে যোগী রাজ্যে। উন্নাও জেলার একাধিক প্রাথমিক এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা ১৪ জন সরকারি চিকিৎসক বুধবার সন্ধ্যায় গণহারে ইস্তফা দেন। তাঁদের অভিযোগ, জেলায় করোনা সংক্রমণের বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনের তরফে তাঁদের বলির পাঁঠা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, অভদ্র আচরণ এবং অসহযোগিতা করেছেন।

জেলা শাসক রবীন্দ্র কুমার বলেছেন, 'আমরা গতকাল সন্ধ্যায় ওঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁরা রাতেই পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিয়েছেন। আজ আমার সঙ্গে ওঁরা কথা বলেন। আমি ওঁদের সমস্যার কথা শুনেছি।' ডাক্তার শরদ বৈশ্য নামে এক পদত্যাগী চিকিৎসক বলেন, 'আমাদের টিম সারাক্ষণ কাজ করছে। কিন্তু দেখানো হচ্ছে, আমরা যেন কোনও কাজই করছি না। জেলাশাসক, এসডিএম এবং অন্য আধিকারিকরা লাগাতার রিভিউ বৈঠক ডাকছেন।'

বহিষ্কারের দাবি সিধুকে

চণ্ডীগড়, ১৩ মে : লাগাতার দলবিরোধী মন্তব্য এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের সমালোচনা করায় নভজ্যোত সিং সিধুকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের দাবি উঠল। পঞ্জাবের চার মন্ত্রী অমৃতসর পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়কের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজকর্মের অভিযোগে কঠোর পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন কংগ্রেস হাইকমান্ডকে। যাঁরা সিধুকে বহিষ্কারের দাবি তুলেছেন তাঁরা হলেন বলবীর সিধু, বিজয় ইন্দর সিংলা, ভারত ভূষণ আশু এবং গুরপ্রীত সিং কাঙ্গার।

বিতর্কিত জায়গায় এখন এমনই নির্দেশ। নয়াদিল্লিতে বৃহস্পতিবার।

ভিস্তায় ভিডিওগ্রাফি, ছবি তোলায় নিষেধ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মে : সেন্ট্রাল ভিস্তা নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। ভিস্তা ওয়ার্ক সাইটে কোনওরকম ছবি তোলা বা ভিডিওগ্রাফি নিষিদ্ধ করা হল। সিপিডব্লিউডি (সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট) নোটিশ বোর্ড বসিয়ে এই সতর্কবার্তা জারি করেছে। বিনা অনুমতিতে কাজের জায়গায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ভিস্তা নিয়ে সরকারের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কও ঘনিয়ে উঠেছে।

২০ হাজার কোটি টাকার সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্প নিয়ে ঘরে-বাইরে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে মোদি সরকার। করোনা মহামারির সময় এত টাকা খরচ করে নতুন সংসদীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা কী তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে মোদি সরকার। বিরোধীদের পত্রবোমা তো আছেই, তার সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে এই প্রকল্প রদ করতে দিল্লি হাইকোর্টেও মামলা দায়ের হয়েছে।

যদিও কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এই প্রকল্পের কাজ লকডাউনের আগে থেকে শুরু হয়েছে আর করোনা বিধি মেনেই এই প্রকল্পে শ্রমিকরা কাজ করছেন। তবে কিছুতেই সরকারের এই প্রকল্পটি নিয়ে সমালোচনা থামছে না। আন্তর্জাতিক পত্রিকা 'নেচার' নরেন্দ্র মোদির সরকারের এই প্রকল্প নিয়ে সমালোচনা করেছে। ভারতের করোনা পরিস্থিতি আসলে কেন্দ্রের রাজনৈতিক ব্যর্থতার ফল, এর আগে এমনটাই জানিয়েছিল নেচার পত্রিকা। আর এবার তাদের নিশানায় সেন্ট্রাল ভিস্তা। মহামারির সময় এত টাকা খরচ করে এমন প্রকল্পের দরকার কি ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রকল্প বন্ধ করার দাবি জানিয়ে দেশ-বিদেশের প্রায় শতাধিক বিদ্বজ্জন চিঠি দেওয়ার পর অস্বস্তি বেড়েছে কেন্দ্রের। ১২ বিরোধী দলের শীর্ষ নেতাদের তরফেও কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি পাঠিয়ে প্রকল্প বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু সরকারের দিক থেকে সাড়াশব্দ নেই।

মোদি নিখোঁজ
কটাক্ষ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : অক্সিজেন, টিকার অভাবের পাশাপাশি করোনা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা নিয়েও এবার কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, টিকা, অক্সিজেন এবং ওষুধের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীও উধাও হয়ে গিয়েছেন। রয়ে গিয়েছে শুধু সেন্ট্রাল ভিস্তা, ওষুধের ওপর জিএসটি এবং এখানে-ওখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি। রাহুলের আরও তোপ, যখন দেশ একটি সংকটের মুখোমুখি হয়েছে তখন সরকারের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, তারা মানুষের থেকে শুধু কিছু নিচ্ছেন, নাকি কিছু দিচ্ছেন। তারা সাহায্য করছে নাকি ক্ষতি করছে। কিন্তু ভারত সরকার তার সমস্ত কর্তব্য থেকে সরে গিয়েছে। তাই যাঁদের প্রয়োজন তাঁদের পাশে দাঁড়াতে মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পিছোল

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : করোনার জন্য আপাতত স্থগিত হয়ে গেল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি) বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, পরীক্ষা হবে অক্টোবরে। পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল জুনে। ২০২১ সালের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস (প্রিলি) পরীক্ষা আগামী ১০ অক্টোবরে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ইউপিএসসি। হওয়ার কথা ছিল ২৭ জুন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় পরীক্ষা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। পিছিয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস (পিএসসি) পরিচালিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাও।

আদালতের শুনানিতে সংবাদমাধ্যমকে ছাড়পত্র

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মে : কোভিড আবহে যাবতীয় শুনানি ভার্চুয়াল মাধ্যমে করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে শীর্ষ আদালত। সেই মতো শুনানি চলছে। এবার সেই ভার্চুয়াল শুনানি পর্বে অংশ নিতে সংবাদমাধ্যমকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সর্বোচ্চ আদালত।

এদিন এক ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নিয়ে এই কথা জানান প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা। এই বৈঠকে অংশ নেন বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, এএম খানউইলকর ও বিচারপতি হেমন্ত গুপ্তা। বিচারপতি খানউইলকর ও বিচারপতি চন্দ্রচূড় দুজনেই সম্প্রতি করোনা ধরা পড়েছে। হোম আইসলেশন থেকেই তাঁরা শুনানি চালাচ্ছেন।

প্রধান বিচারপতি রামানা।

এদিন সংবাদমাধ্যমের জন্য মোবাইল অ্যাপ জারি করে প্রধান বিচারপতি রামানা বলেন, সংবাদমাধ্যম ও বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়া, দুটিই গণতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ। আদালতের শুনানি, পর্যবেক্ষণ ও গুরুত্বপূর্ণ রায় দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেয় সংবাদমাধ্যম। তাই শুনানি চলার সময় সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে সাহায্যে এবার থেকে অন লাইনে সরাসরি কোর্টরুম শুনানি শুনতে পারবেন মিডিয়া প্রতিনিধিরা।

গাজায় মৃত্যু বেড়ে ৮৩

জেরুজালেম, ১৩ মে : গাজা উপত্যকায় ইজরায়েলের বিমান হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩। মৃতদের মধ্যে ১৭ জন শিশু ও সাতজন মহিলা। নিহতরা সকলেই প্যালেস্তিনীয়। ৮৬ জন শিশু ও ৩৯ জন মহিলা সহ আহতের সংখ্যা ৪৮০ ছাড়িয়ে গিয়েছে, জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

এই ঘটনার পরেও ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। অন্যদিকে ইজরায়েলি হানার নিন্দা করেছেন মিশরের বিদেশমন্ত্রী শামে সুকরি। টেলিফোনে ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী গবি অশকেনাজিকে টেলিফোন করে তিনি এই নৃশংস ঘটনার নিন্দা করেন। তাঁর কথায়, উভয়পক্ষকে সংঘর্ষ থামাতে হবে।

ইজরায়েলি বিমান হানায় ফুঁসছে গোটা মুসলিম বিশ্ব। এই আবহেও ইজরায়েলেরও আত্মরক্ষার অধিকার আছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার তাঁর ওই মন্তব্যের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ইজরায়েলের পাশে আছে, সে কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিনকেন। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলে তিনি আশ্বস্ত করেন যে ওয়াশিংটন জেরুজালেমের পাশে আছে। ব্লিনকেন ইজরায়েলের হয়ে সাফাই গেয়ে বলেছেন, ইজরায়েলি ও প্যালেস্তেনীয় উভয়েরই নিরাপত্তার অধিকার আছে।

প্যালেস্তিনীয়দের বলপূর্বকভাবে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে ইহুদি বসতি স্থাপনের প্রতিবাদে ইজরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছিল হামাস। তারই পালটা জবাবে ব্যাপক বিমানহানা চালায় ইজরায়েল। তাতে নির্বিচারে নারী, শিশু সহ প্রচুর অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি বাইডেন।

এদিকে হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির লক্ষ্যে মিশরের একটি প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার তেল আভিভে পৌঁছে প্রথমে হামাস নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন।

ইজরায়েল সেনার শেষকৃত্যে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার-বন্ধুরা।

১০০ দিন পার
অবরুদ্ধ গণতন্ত্র মায়ানমারে

ইয়াঙ্গন, ১৩ মে : গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে জুন্টা সরকারের শাসন ১০০ দিন পেরোল মায়ানমারে। নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত করা হলেও দেশের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ নেই জেনারেলদের। তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

মায়ানমারের সামরিক সরকারের বয়স মঙ্গলবারই ১০০ দিনে পড়েছে। সে দিনও বিক্ষোভকারীরা লড়াই অব্যাহত রেখেছেন। তার পরেও বিক্ষোভ কমেনি। 'শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ অপসারণ করার' ডাক সমন্বিত ব্যানার নিয়ে ইয়াঙ্গনের রাস্তায় কয়েকশো প্রতিবাদীকে অবস্থান করতে দেখা গিয়েছে। চলছে মোটর সাইকেল মিছিল। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী অনেকেই তিনটি আঙুল দেখিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে স্যালুট জানিয়েছেন অন্যদের।

সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ যে ব্যর্থ হচ্ছে তা ধর্মঘটের বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে। বিদেশি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, নাগরিক পরিষেবা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও বহু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন জেনারেলদের নির্দেশ মানা হচ্ছে না। তাঁদের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা অব্যাহত। চলছে না ট্রেন। এই পরিষেবার সঙ্গ যুক্তরাও ধর্মঘটে শামিল হয়েছে। তবে সেনা বাহিনীর দমনপীড়ন চলছেই। জানা গিয়েছে এ পর্যন্ত অন্তত ৭৮৫ জনের প্রাণ গিয়েছে এবং ৩৮০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর মধ্যে সায়গন ও কয়েকটি অঞ্চলে জুন্টা বিরোধী জোট ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (এনইউজি) সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই জোটের মুখপাত্র সাসা টুইটে জানিয়েছেন, মায়ানমারে যে সন্ত্রাস চলছে তার অবসানের লক্ষ্যে তাঁদের ছায়া মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্য মার্কিন বিদেশসচিবের সঙ্গে মঙ্গলবার আলোচনা চালিয়েছেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : একাধিক পথে আয় হতে পারে। প্রতারকের ফাঁদে পড়ে সমস্যা। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। **বৃষ :** জ্ঞাতি শত্রুদের কৌশল ধরতে পেরে স্বস্তি। কন্যার বিবাহ স্থির হওয়ায় নিশ্চিন্ত। **মিথুন :** দিনের শেষভাগে মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কর্কট :** অযথা মায়ের সঙ্গে মতানৈক্য। গৃহে পূজার্চনার উদ্যোগে অতিথি সমাগম। প্রেমে মান-অভিমান। **সিংহ :** বিদেশে বাসরত স্বজনের জন্যে অহেতুক দুশ্চিন্তা। কৃষিজীবীরা লাভবান হবেন। চিকিৎসায় ব্যয়। **কন্যা :** মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। নতুন কোনো ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। **তুলা :** ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে তেমন ঝুঁকি নেই। কোনো স্বজনের কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেয়ে অশান্তি। **বৃশ্চিক :** গবেষকগণ আজ সাফল্য পাবেন। অপরিচিত কোনো ব্যক্তির প্রলোভনে সাড়া দেবেন না। **ধনু :** অভিনয়শিল্পী হলে ইচ্ছাপূরণ হবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে স্বস্তিলাভ। **মকর :** কাজে অগ্রগতি হবে। হঠাৎ কাউকে বিশ্বাস করতে যাবেন না। বিদ্যার্থীদের শুভ। **কুম্ভ :** সারাদিন পরিশ্রমে যাবে। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। **মীন :** শিক্ষায় অগ্রগতি হবে। ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হবে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে দায়িত্ব বাড়বে।

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে আজ শুক্রবার ১৪ মে ২০২১, বাংলা ৩০ বৈশাখ ১৪২৮। (ভাঃ ২৪), ৩০ বহাগ, মুং ১ শওয়াল। সূর্যোদয় ঘ ৫।০।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৫।২। তিথি-(বৈশাখ শুক্লপক্ষ) দ্বিতীয়া দং ১।৩৬ প্রাতঃ ঘ ৫।৩৯। নক্ষত্র-রোহিণী দং ১।৫০ প্রাতঃ ঘ ৫।৪৫। যোগ-সুকর্মা দং ৫১।৫২ রাত্রি ঘ ১।৪৬। করণ-কৌলব প্রাতঃ ঘ ৫।৩৯ পরে তৈতিল রাত্রি ঘ ৬।৫০। লগ্ন-উদয় মেষ দং ৪।৪।১০, অস্ত তুলা দং ৫।৩১।২৪। চন্দ্রশুদ্ধ-পূর্বদিনের রাশির, রাত্রি ঘ ৭।১৪ গতে কর্কট, বৃশ্চিক, মীনভিন্নরাশির (ঘাতচন্দ্র কন্যারাশির)। তারাশুদ্ধ-পূর্বদিনের নক্ষত্রের প্রাতঃ ঘ ৫।৪৫ গতে ৬।৭।৯।১১।১৩।১৫।১৬।১৮।২০।২২।২৪।২৫।২৭।২। নক্ষত্রের। জন্মে-বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অঃ রবির বিং চন্দ্রের দশা প্রাতঃ ঘ ৫।৪৫ গতে দেবগণ বিং মঙ্গলের দশা, রাত্রি ঘ ৭।১৪ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-পাদদোষ, প্রাতঃ ঘ ৫।৩৯ গতে দোষোনাস্তি। অমৃতযোগ-দিবা ঘ ৬।৪৫ মধ্যে পুনঃ ৭।৩৮ গতে ১০।১৫ মধ্যে পুনঃ ১২।৫২ গতে ২।৩৬ মধ্যে পুনঃ ৪।২১ গতে অস্তাবধি। রাত্রি ঘ ৭।৩৩ গতে ৯।১০ মধ্যে পুনঃ ২।৫০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ঘ ১০।২৭ গতে ১১।১১ মধ্যে পুনঃ ৩।৩৪ গতে উদয়াবধি। বারবেলা-ঘ ৮।১৭ গতে ১১।৩৩ মধ্যে। কালরাত্রি-ঘ ৮।৪৮ গতে ১০।১১ মধ্যে। যোগিনী-উত্তরে, প্রাতঃ ঘ ৫।৩৯ গতে অগ্নিকোণে। যাত্রা-নক্ষত্র শুভ, যাত্রানাস্তি নিরংশাদিদোষ। শুভকর্ম-দীক্ষা। শ্রাদ্ধ-তৃতীয়ার একো ও সপি। অভক্ষ্য-প্রাতঃ ঘ ৫।৩৯ মধ্যে বৃহতী পরে পটোল ভক্ষণ নিষেধ। বিবিধ-প্রদোষে (সন্ধ্যা ঘ ৬।৮ গতে রাত্রি ঘ ৭।৪১ মধ্যে) শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। দিবা ঘ ১১।৩৩ গতে সংক্রান্তিকৃত্যং স্নানদানাদি। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা সমাপ্তি। মুং পর্ব ঃ ইদ-উল-ফিতর।